UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 40 ❑ 21 Dec., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

চাষের ক্ষতি করে আবারও রমরমিয়ে চলছে গরু পাচার

জয় চক্রবর্তী : বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সাম্প্রতিক সময়ে গরু পাচারের রমরমা শুরু হয়েছে বাগদার কুলিয়া সীমান্ত দিয়ে। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে পাচারকারীরা কৃষি ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গরু নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ফসল নষ্ট হচ্ছে। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চাষিরা। কৃষকদের বক্তব্য, 'বিএসএফ পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও এখনো পাচার বন্ধ করা যায়নি।

কয়েক বছর আগে বাগদার সীমান্ত দিয়ে রমরমিয়ে গরু পাচার হত। ট্রাকে করে ভিনরাজ্য দিয়ে গরু এসে পৌঁছাতো সীমান্তে। তারপর তা বাংলাদেশী পাচারকারীরা এসে নিয়ে যেত। পাচারকারীদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকত। তখনও ক্ষেতের পর ক্ষেত কৃষিকাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

পাচার করতে এসে কুলিয়া সীমান্তে এক বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি করে ফিরে গিয়েছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তী সময় বিএসএফ ও পুলিশের সদিচ্ছায় গরু পাচার বন্ধ হয়েছিল। এখন আবার তা শুরু হওয়ায় সর্ষের মধ্যে ভূত দেখছেন গ্রামবাসীরা। বিএসএফের পাশাপাশি তারা

চাষের ক্ষতি দেখাচ্ছেন কৃষক। ছবি ঃ প্রতিবেদক

পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কারন বাইরে থেকে গরু নিয়ে আসা হচ্ছে সীমান্তের গ্রামে। তারপরে তা ডহরপোতা কুলিয়া রাজকোল আউলডাঙ্গা সহ বিভিন্ন গ্রামে জড় করে রাখা হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে পাচারকারীরা বাড়িতে গরু রেখে দিচ্ছে। তারপর সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সুভাষ সরকার নামে এক ক্ষতিগ্রস্ত চাষী বলেন, '৮ হাজার টাকার বিনিময়ে জমি ভাগে নিয়ে চাষ করেছিলাম। পাচারকারীরা সে সব ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। পাচারকারীদের কাছে দা অস্ত্রশস্ত্র থাকছে। ফলে আমরা প্রতিবাদ করার সাহস দেখাতে পারছি না।

গ্রামবাসীদের দাবি, সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য বিএসএফের পক্ষ থেকে সিসি ক্যামেরা লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের বাধায় তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিএসএফ জানিয়েছে। কুলিয়া সীমান্তের

তৃতীয় পাতায়...

মিড-ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগে উত্তেজনা ছড়াল গাইঘাটার পাঁচপোতা ভাড়াডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে। শুক্রবার সকালে স্কুল থেকে এক মহিলা ব্যাগে করে চাল নিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। উত্তেজনা ছড়ালে খবর পেয়ে প্রধান শিক্ষক তুষার বিশ্বাস স্কুলে আসেন। তাকে ঘেরাও করে আটকে রাখেন গ্রামবাসী। বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে সুটিয়া ফাড়ির পুলিশ এসে আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেওয়া হয়। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিহির বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি অনেকদিন ধরে স্কুলে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি সকালে এসে স্কুল খুলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ করেন। গ্রামবাসীদের দাবি, সম্প্রতি তারা দেখেন, এক মহিলা রোজ সকালে স্কুল থেকে ব্যাগ নিয়ে বের হয়। বাসিন্দারা হাতেনাতে ধরার জন্য অপেক্ষা শুরু করে। শুক্রবার মহিলা স্কুলে ঢুকে ব্যাগ নিয়ে স্কুল থেকে বেরোতেই লোকজন তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তার দুটি ব্যাগে স্কুলের মিড-ডে মিলের চাল ছিল বলে অভিযোগ। মহিলা জানিয়েছেন, 'তিনি মিহির বিশ্বাসের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে চাল কিনেছেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা এ কথা মানতে নারাজ। তাদের দাবি, প্রধান শিক্ষক তুষার বিশ্বাসও এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রধান শিক্ষক তুষার বিশ্বাস বলেন, 'মিহির বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে অস্থায়ী কর্মীর কাজ করছেন। তাঁর কাছে স্কুলের চাবি থাকে। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে সত্য উদঘাটন করুক আমরাও চাই। কেউ দোষ করে থাকলে সে শাস্তি পাক। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলা ও অস্থায়ী কর্মীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গাইঘাটা ফুটবল লীগের প্রথম ম্যাচে জয়ী মিলন চক্র ক্লাব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১০ ডিসেম্বর চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে সাড়ম্বরে শুরু হয় গাইঘাটা ব্লক জোনাল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত গাইঘাটা ফুটবল লীগ, এদিন অপরাহ্নে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে আয়োজিত ফুটবল টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন এ্যাসোসিয়েশন সভাপতি কপিল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ও জেলা রেফারি এ্যাসোসিয়েশনের অনাথবন্ধু ঘোষ, সুব্রত বক্সী, দিব্যেন্দু সরকার, ছিলেন গাইঘাটা ব্লকের জয়েন্ট

তৃতীয় পাতায়...

নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের

প্রতিনিধি ঃ লোকসভা ভোটের আগে এবার নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি তুললেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি তথা বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। শনিবার দুপুরে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে মমতা ঠাকুর সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি বলেন, '২৮শে ডিসেম্বর রানী রাসমণি রোডে আমরা জমায়েত হয়ে সভা করব। সেখান থেকে নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি তোলা হবে। কোন নথিপত্র দিয়ে আমরা নাগরিকত্ব নেব না। পাশাপাশি মমতা দেবী বলেন 'মতুয়ারা উদ্বাস্তু। কারণ তাদের বাবা-মা অখন্ড ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিজেপি সরকার জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব আইন তুলে দিয়েছে। এখন ভোটের আগে নাগরিকত্ব দেবে বলে বিজেপির কেন্দ্রের নেতারা এ রাজ্যে এসে আবারো ভাওতা দিচ্ছেন। মতুয়ারা এর জবাব দেবেন।

এ বিষয়ে গাইঘাটার বিজেপির বিধায়ক তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মহাসঙ্ঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর বলেন ' নিঃশর্ত জিনিসটা কি? বাংলাদেশ আফগানিস্তান পাকিস্তান থেকে যেসব সংখ্যালঘু মানুষ এ দেশে এসেছেন। তারা কখন এসেছেন, ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এসেছেন কিনা এগুলো শর্ত না থাকলে কিভাবে জানা যাবে। মমতা ঠাকুর হয়তো এই সমস্ত নিয়ম কানুনের বিষয় কিছু জানেন না।

উনাই গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির

প্রতিনিধি ঃ কালুপুর উনাই গ্রামে স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক শিবির অনুষ্ঠিত হলো চাঁদপাড়ার CSCT Welfare Association NGO দ্বারা। Health Risk and Sanitation এর উপর আলোকপাত করেন ড: সুনিতা বালা এবং খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডায়েটেশিয়ান অস্মিতা বিশ্বাস। শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এনজিওর আগামীর লক্ষ্য, গাইঘাটা ব্লক সহ সংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতন করার জন্য এমন শিবির করবেন সে কথা জানান সম্পাদক শিক্ষক মলয় সানা। এনজিওর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রাথমিক কিছু উপহার সহ টিফিনের বন্দোবস্ত করা হয়।

নানা অনুষ্ঠান ও সেমিনারে জমে উঠেছে ঠাকুরনগর বই মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরনের অন্যতম পথিকৃৎ ও বাংলা সাহিত্যের যুগ প্রবর্তক কবি ও নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম দ্বিশতবর্ষের আলোকে শুরু হয়েছে ২৭ তম বর্ষের ঠাকুরনগর বই মেলা। গত ১৫ ডিসেম্বর সকালে পতাকা উত্তোলন এবং কয়েকশো ছাত্র ছাত্রী ও পুস্তক প্রেমী মানুষজনের এক বর্ণাঢ্য মিছিলে এবং সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত গ্রন্থ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মেলা কমিটির অন্যতম পৃষ্ট পোষক প্রাক্তন সাংসদ ড. অসীম বালা ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. সত্যসাধন মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীণ সাহিতিক কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, গ্রন্থপ্রেমী অসিত দাস, শিক্ষক অনুপম দে, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা প্রমুখ।

মেলা কমিটির সভাপতি কালিদাস বণিক ও সম্পাদক বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট জনেরা সকলে শহর কলকাতা থেকে এতদূরে দীর্ঘ ২৭ বৎসর যাবৎ এই মেলা চালিয়ে যাবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান। এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত মানুষজনের নিকট বই কেনার ও বই পড়ার আহ্বান জানান এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় গৌড়ীয়

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

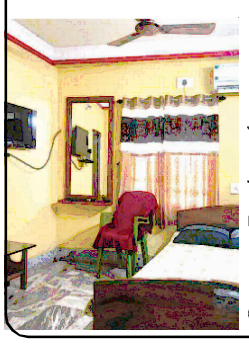

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪০ ❐ ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

মানব সভ্যতার উন্নয়ণে বিরূপ প্রকৃতি

মানুষ যখন প্রকৃতিকে বশ করে নিজের কাজে লাগিয়েছে তখনই অজান্তে বিপদকে ডেকে এনেছে সে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হলেও প্রকৃতি হার মেনে নেয়নি। তার অভিশাপ পৃথিবীকে নিতে হয় বা হজম করতে হয়। সভ্যতা যত এগিয়েছে, মানুষ তত সমৃদ্ধ হয়েছে, অনুভব করেছে কার্যকারণ অলৌকিক ঘটনা নয়, তখন থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করেছে। ফলে রেজাল্ট হয়েছে উল্টো। অভিশাপকে বরণ করেছে মানুষ। সৃষ্টি এবং বিনাশ প্রকৃতির নিয়ম। সৃষ্টির পাশে অবস্থান করে ধ্বংস। ধরা যাক, ধ্বংস না হয়ে যদি শুধু সৃষ্টিই হতো, তাহলে দেখা যেতো সৃষ্টির মধ্যে চরম বিশৃংখলা। মানুষসহ প্রাণীর সংখ্যা পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ স্থল পূর্ণ হয়ে যেতো। তখন কোথায় থাকতো সেসব মানুষ আর প্রাণী! তাই সৃষ্টিকে রক্ষার জন্যই প্রকৃতি ব্যলেন্স করে নেয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, অনাবৃষ্টির জন্য দায়ী মানুষের বন কেটে বসত তৈরি করার পরিকল্পনা। বন্যার জন্য দায়ী নদীর বুকে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর প্রবাহকে অযথা আটকে রাখা। এরফলে হঠাৎ হঠাৎ বন্যায় ঘর বাড়ি, শস্যক্ষেত্র এবং শ'য়ে শ'য়ে মানুষের প্রাণ ভেসে যায়। এমনকী ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, সুনামি এসবের জন্য দায়ী মানুষের সৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়ন। প্রকৃতি যে কখন বিরূপ চরিত্র ধারণ করবে সেটা কেউই বলতে পারে না। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যে আগ্নেয়গিরি, তুষারপাত, অতিবৃষ্টি, প্লাবন, উল্কাপাত, বজ্রপাত যেন এক একটা রূপ। প্রকৃতির এই রূপগুলি ধ্বংসকারী হলেও সবচেয়ে বিনাশকারী রূপ হলো ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। যাই হোক, মানুষ খেয়াল খুশিমতো প্রকৃতিকে তাচ্ছিল্য করে নিজের স্বার্থকে রূপায়ন করে, তাতে আজ হয়তো জিতলেন কিন্তু ভবিষ্যতে প্রকৃতির সর্বনাশী রূপে আপনার স্বপ্ন ব্যর্থ হবেই। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে, অদূর ভবিষ্যতে সেই সভ্যতা টিকে থাকবে— সে গ্যারান্টি কোথায়!

শীতের সার্কাস কি হারিয়ে যাচ্ছে

নির্মল বিশ্বাস

বেশ কয়েক বছর ধরেই শীতের মরসুমে কলকাতা বা অন্য কোথাও সার্কাসের তাঁবু পড়তে দেখা যাচ্ছে না। তবে কয়েক বছর আগেও শীত জাঁকিয়ে পড়লেই এ রাজ্যের কোথাও না কোথাও সার্কাসের তাঁবু পড়ত। আগে যথাযথ সময়ে শীত না পড়লেও পরিযায়ী পাখিদের মতোই এরাজ্যে সার্কাস তাঁদের দলবল নিয়ে হাজির হয়ে যেতেন। সে সব দিন আজ অতীত। ছেলেবেলায় দেখেছি, সার্কাস এলেই সব জায়গায় প্রায় মাস খানেক ধরে সার্কাস চলত। এখন যদিও বা কোথাও সার্কাসের তাঁবু পড়লেও আগের মত তেমন ভিড় চোখে পড়ছে না। তাহলে কি আমরা এটা মনে করবো যে, শহরের মানুষ সার্কাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, নাকি সার্কাস ক্রমে ক্রমে তাঁর নিজস্ব জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছে।

আসল কথা, আমাদের এরাজ্যে প্রকৃতপক্ষে শীতকালে সার্কাসের তাঁবু পড়লেও বছরের বাকিটা সময় ভারতের অন্যান্য রাজ্যে সার্কাস বসে। সার্কাসের দল তাঁবু ফেলার আগে সমস্ত দিক ভাল করে দেখে শুনে বুঝে নেয় যে, যেখানে সার্কাসের তাঁবু ফেলবে তার আশপাশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন। সেই সঙ্গে বুঝে নেয় সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থাও।

সার্কাসের খেলোয়াড় বা কলা শিল্পীদের জীবন অনেকটা প্রায় যাযাবরদের মত জীবন। তবে সার্কাসের 'ক্যারিসমা' দেখানোর মত মুখ আজ প্রায় ম্লান হয়ে এসেছে। ওদের হাসি ভরা মুখের আড়ালে থাকে বুকভরা চাপা কান্না। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা সার্কাসে খেলা দেখান, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাজার হাজার দর্শকের সামনে শারীরিক কসরৎ এবং অত্যাশ্চর্য খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মন জয় করে হাততালির তুফান ডেকে আনেন। নিজেদের মনের কষ্ট বুকে খেলোয়ারা দর্শকদের তৃপ্তি এনে দেন। এদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সার্কাসের খেলোয়াড়। এখানেই প্রেম-ভালবাসা। তারপর বিয়ে হয়ে রয়ে গেছেন সার্কাসের তাঁবুতে। এ এক অন্য জীবন।

গত তিন বছর আগে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে সার্কাস কলা-শিল্পীদের জীবনধারা। ওই সময় সবকিছু বন্ধ। বাধ্য হয়েই— এক প্রকার জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কেউ কেউ রিক্সা ভ্যানে করে এপাড়া সেপাড়া ঘুরে ঘুরে মাছ কিংবা সব্জি বিক্রি করেছেন। আবার কেউবা পাড়ার মুখে চায়ের দোকান খুলে বসেছেন পেটের দায়ে। আবার জীবনধারনের জন্য দিন মজুরিও করেছেন কেউ কেউ। বিশেষ করে লকডাউনের সময় প্রায় সকলের কেটেছে অর্থকষ্টে। এত কষ্টের পর তাঁরাই আবার নতুনভাবে বাঁচার তাগিদে ফিরতে চেয়েছেন সার্কাসের তাঁবুতে।

সার্কাসের কলা-কুশলীরা দেশের নানাপ্রান্ত থেকে আসেন। এরা কে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ সে বিচার এঁরা করে না। এখানে কোনও জাত বিচার নেই। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া থাকা শোওয়া। এ এক নতুন ভারতবর্ষ। তাঁবুতেই এঁদের জীবন।

এখানে যাঁরা আসেন— তাঁরা অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েরা। গুরুর কাছে তালিম নিয়ে একদিন দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। আবার ভালো খেলা দেখাতে পারলেই মাইনেও ভালো। সব কর্মী ও খেলোয়াড়দের খাওয়া-পরার দায়িত্ব মালিকের। তাই তাঁরা নিজ উপার্জনের অনেকটাই বাড়িতে মা-বাবাকে পাঠিয়ে পরিবারে সাহায্য করতে পারেন। ছোট থেকে বড় কর্মীদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী একেক জনার উপার্জন পাঁচ থেকে কুড়ি হাজারের মতো। মাইনে ছাড়াও এঁদের ভবিষ্যতের অনেকটাই দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। সাধারণ অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হয় সার্কাসের মালিককে।

খেলোয়াড়রা যখন বয়সজনিত কারণে খেলা দেখাতে অক্ষম হন, তখন নতুন বা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের তালিম দেওয়ার দায়িত্ব পেয়ে যান তাঁরা। তাঁদের পরিবারের ছেলে-মেয়েরা কেউ কখনও

চলবে...

ভ্রমণ ঃ দীঘা সমুদ্র সৈকত, মন ভালো করে দেয়

অজয় মজুমদার

সমুদ্রের হাতছানি যখনই আপনাকে ডাকবে কাছাকাছির মধ্যে তখন দীঘার কথাই মনে আসে। এরকম একদিন বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে দীঘার আকর্ষণ মনে মনে অনুভব করলাম। আমরা দুজনেই রাজি। টিকিট কাটতে গেলাম। আগামীকাল ২৩ শে নভেম্বর ২০২৩ সকাল সাড়ে পাঁচটায় বাস। বাসটি ভলভো এসি। যদিও জানলা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কারন বাইরে থেকে একটা বিজ্ঞাপনের স্টিকার মরা ছিল। ফলে সম্পূর্ণ যাত্রাটাই মাটি হয়ে গেছিল। কল্যাণী থেকে দীঘার দূরত্ব ২২০.৭ কিলোমিটার । আমাদের অঞ্চলের মানুষদের একমাত্র সমুদ্র কেন্দ্রিক ভ্রমণ কেন্দ্র হল দীঘা। মেদিনীপুর জেলার সমুদ্র বালিয়াড়ি ঝাউবন আর অপার প্রকৃতির সৌন্দর্য মিলিয়ে অপেক্ষা করছে প্রকৃতি প্রেমিক পর্যটকদের জন্য। ৭ কিলোমিটার লম্বা সমুদ্র তট একপাশে গভীর সমুদ্র, অন্য পাশে ঝাউ গাছের অগভীর জঙ্গল। ভেঙে পড়া ঢেউ এর জলে পা ভিজিয়ে হেঁটে যাওয়া যায় দীর্ঘ পথ। আগে হাঁটা পথে দেখা যেতো মৃত শামুক, ঝিনুক এবং ছোট ছোট শঙ্খর।

১৯৭২ সালে কলেজ থেকে আমাদের দীঘায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল স্পেসিমেন সংগ্রহ এবং এদের বাসস্থান বিষয়ে জ্ঞান তৈরী। সে দিনের দীঘার সঙ্গে আজকের দিঘার কোন মিল নেই। পেট চুক্তি খাওয়া। আর জলে জঙ্গলে ঘোরা। বর্তমানে ঝাউ গাছ কমে গেছে। নতুন করে প্লান্টেশন হলেও তা এখনো যৌবনে পদার্পণ করতে অনেকটাই দেরি। আমফানে-র দৌরাত্বে পাড়গুলি ভেঙ্গে গেছে। সে সময় বাড়িঘর হোটেল সব ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সরকার অনেক সাহায্য করে একটা জায়গায় এনে ফেলেছে। সমুদ্র বিচে আগের মত সাবলীলতা নেই। পাড় ভেঙে পড়ার ভয়ে, পাথরে পাথরে ছয়লাপ। এখানে স্নান করা যায় না। স্নান করার ঘাট অল্প কিছু রয়েছে আগের মতো। এই একই রকম বিচ দেখেছি পন্ডিচেরিতে। সেখানেও স্নানের সাবলীলতা নেই। তবুও আমাদের দীঘা। আমরা যখন দীঘায় গেছি তখন দীঘার ডাল সিজন চলছে। অর্ধেক দামে হোটেল ভাড়া পাওয়া যাচ্ছিল।

দীঘার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : দীঘার প্রকৃত নাম বীরকুল। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে। ভাইসরয় ওয়ারেন হেস্টিংস এর লেখা একটি চিঠিতে তিনি এটিকে প্রাচ্যের ব্রাইটন বলে বর্ণনা দিয়েছেন। ১৯২৩ সালে একজন ব্রিটিশ ভ্রমণকারী নাম স্মিথ, এখানকার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দীঘায় বাস করতে শুরু করেন। তাঁর লেখা পড়েই সাধারন মানুষের আগ্রহ বাড়তে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধান রায়কে উৎসাহ দেন, এখানে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

দীঘার প্রধান আকর্ষণ সমতল দৃঢ় বেলাভূমি যা পৃথিবীর অন্যতম প্রশস্ত বালুতট। এই বালু তটে মাইলের পর মাইল মটর গাড়িতে ভ্রমন করা সম্ভব। ওল্ড দীঘা তৈরীর পরে তৈরি হয় নিউদীঘা ও এই সৈকত শহরের এটি একটি মনোরম অংশ। এখানে জাতীয় একটি অভিনব বিজ্ঞান প্রত্নশালার উদ্যোগে একটি অভিনব বিজ্ঞান কেন্দ্র ও সামুদ্রিক সংগ্রহশালা তৈরি হয়েছে। এখানে একটি মৎস্য চাষ ও মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এটি রাজ্য সরকার পরিচালিত।

মন্দারমনি : কাঁথি থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে মন্দারমনি। স্থানীয় মন্দার ফুলের নাম অনুসারে এই সমুদ্রতটের নাম হয়েছে মন্দারমনি। এটিও অসাধারন সমুদ্র সৈকত।

তাজপুর : মন্দারমনি ও তাজপুর দীঘার কাছাকাছি। এটি সাইট সিনিং এর মধ্যে পড়ে। দীঘা থেকে গাড়ি ভাড়া করে যেতে পারেন। আমরা এসব জায়গায় গাড়ি করে গিয়েছিলাম। গাড়িতে দুটো দিক ঘুরে দেখাবে। একটি চন্দনেশ্বরের দিক এবং অপরটি শঙ্করপুর, মন্দারমনি ইত্যাদি। গাড়ি ভাড়া দুটো পার্ট মিলে ১৮০০ টাকা মতো নেবে। মন্দারমনিতে লাল কাঁকড়া অধ্যুষিত জায়গাটি এখন জনপ্রিয় ও অবকাশ যাপনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বড় বড় গ্রুপের হোটেল তৈরি হয়েছে।

উদয়পুর : নিউ দীঘার পাশে উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা এবং বাংলা সীমানায় উদয়পুর সমুদ্রতট। দীঘা রেলওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার গেলেই উদয়পুর সি বিচ পড়বে। অন্য বিচ গুলির মত এখানে খুব একটা ভিড় নেই। এখানে স্কুটার করে মোহনার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চালকরা বসে আছে। যাত্রীদের যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছে। স্কুটার/মোটরসাইকেল এর পেছনে বসে বিচের উপর দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাবে মোহনায়। উপভোগ করতে পারবেন, ওখান থেকে আপনাকে নিয়ে যাবে লাল কাঁকড়ার দেশে।

জুনপুট সমুদ্র সৈকত : এটি দীঘা ও মন্দারমনির কাছেই মনোরম সমুদ্র সৈকত। কাঁথি থেকেই জুনপুর যাওয়া যায়। দূরত্ব মাত্র ১০ কিলোমিটার। সেখানে দাপিয়ে বেড়ায় লাল কাঁকড়ার দল। এখানকার ঝাউবনে নানা ধরনের পাখি দেখা যায়। এখানে থাকার জন্য কিছু হোমস্টে জাতীয় হোটেল ও রিসোর্ট রয়েছে। এখানেও রাজ্য সরকারের মৎস্য চাষ সম্পর্কীয় গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। শংকরপুর নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত; পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীঘা কাথি রোডের পাশেই শংকরপুর। দীঘা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। এই সমুদ্র সৈকতে ক্যাসুয়ারিনা গাছের আবাদ। এটি একটি মৎস্য বন্দর। এখানে গড়ে উঠেছে হোটেল, টুরিস্ট লজ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। অন্যান্য থাকার ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ফিসারি বিভাগের গেস্ট হাউস, বেনফিসের অধীনে লজ ইত্যাদি। ভারতের দুটি সামুদ্রিক মৎস্য বন্দরের মধ্যে এটি হলো শঙ্করপুরের মৎস্য বন্দর। স্থানীয় সূত্রের খবরে শংকরপুর সমুদ্র স্নানের জন্য দুটি ঘাট রয়েছে— অশোক ঘাট এবং নেক্সট ঘাট । যেখানে দুর্ঘটনা ওঠানোর জন্য রয়েছেন মাত্র একজন নুলিয়া, নাম নীলমনি। এবং সাতজন মত সিভিক ভলেনটিয়ার। অনেক ভ্রমণকারী, যারা অনেকবার শংকরপুর এসেছেন তাদের মত হল, শংকরপুরে সমুদ্র যেন অনেকটাই এগিয়ে এসেছে। উপকূলের দিকে অল্প জোয়ারেও গার্ডওয়ালে আছড়ে পড়েছে। দীঘায় দেখার মত উল্লেখযোগ্য হল অমরাবতী পার্ক, নিউ দীঘা সমুদ্র সৈকত, দীর্ঘর প্রবেশপথে বিশ্ব বাংলার গেট। মোহনা, দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং জাতীয় বিজ্ঞান শিবির, অ্যাকুরিয়াম, ওয়ারেন হেস্টিংস এর লেখা একটি চিঠিতে দীঘাকে প্রাচ্যের ব্রাইটন বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়।

বিচিত্রপুর : তালসারির পরে চার থাকে পাঁচ কিলোমিটার গেলেই পড়বে। ঘন জঙ্গল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গ্রাম পড়বে, একেবেঁকে চলে গিয়েছে জঙ্গলের পথ। সুবর্ণরেখার গা ঘেঁষে বেরিয়ে এসে সুন্দরবনের মতো ম্যানগ্রোভ বীচ। নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা শ্বাসমূল, ঠেস মূলের সাম্রাজ্য। সুন্দরবনের সুন্দর রূপ চুরি করেই বিচিত্রপুরের ম্যানগ্রোভ বীচের আবির্ভাব। দীঘা থেকে তালসারি ১৬ কিলোমিটার । পশ্চিমে চার কিলোমিটার গেলেই বিচিত্রপুর বাজার। বাজার পেরিয়ে বাঁ হাতে রাস্তা নেমে গিয়েছে। কিছু দূর পরপর ছোট জনপদ ।দু চার ঘর মানুষের বাস। পানের বরজ, ধানের গোলা গায়ে গায়ে। বিচিত্রপুরের বৈশিষ্ট্য হলো বুনোফুল, টোপা ফুলের, সবুজে লালে কুড়ি চওড়া গাড়ো রঙের পাতাবাহারী বেটে নাম না জানা গাছ আদরে সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি দেবী। এক হাজার বা বারোশো টাকার ৬ আসনের স্পিডবোট ভাড়া করে আমাজনের মত এই অববাহিকায় ঘুরে আসা যায়। এখানে জীববৈচিত্রের অপূর্ব সমাহার, কুমির, কামট,ঘড়িয়াল তো আছেই। আছে ফ্লেমিংগো, না দেখা পায়রা, রাজহাঁস, কাদাখোঁচা, গাংচিলের মতো হরেক রকম পরিযায়ী। বিচিত্রপুরে থাকার জায়গা গড়ে ওঠেনি। তবে তালসারিতে উড়িষ্যা পর্যটন দপ্তর একটি পান্থ নিবাস করেছে। স্পট বুকিং এ ৪০% ছাড় । তালসারীর আগে পড়বে চন্দনেশ্বর শিব মন্দির। অনেকেই এখানে পুজো দিয়ে আসেন।

চাঁদপাড়ায় ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জন্মমহোৎসব উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ অন্যান্য বছরের মতো এবারও গত ২০ ডিসেম্বর শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৬ তম জন্ম মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো চাঁদপাড়ার সৎসঙ্গ বিহারে। এদিন সকালে মন্দির অঙ্গনে ঊষা কীর্ত্তনীয়া, সমবেত প্রার্থনা নামজপ ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের অমিয় গ্রন্থাদি পাঠ, সঙ্গ গীতাঞ্জলী এবং শিষ্য ও ভক্তজনের এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে দিনভর নানা কর্মসূচীর সূচনা হয়। দ্বিপ্রহরে যুব সম্মেলন ও পবিত্র

ভান্ডারায় মহাপ্রসাদ বিতরন এবং মাতৃসম্মেলনে বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট বক্তাগন শ্রী শ্রী ঠাকুরের দিব্য জীবন ও বাণী তুলে ধরে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় কবি সম্রাট নিত্যানন্দ সরকার পরিবেশিত কবিগানের আসরে বহু সংগীত প্রেমী ভক্ত জনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অন্যতম ভক্ত তরুন ঘোষ জানান, এদিন দিনভর বহু মানুষ ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহন করেছেন। দিনভর অগনিত শিষ্য ও ভক্তজনের সমাগমে চাঁদপাড়ার সৎসঙ্গ বিহারে আয়োজিত শ্রী শ্রী ঠাকুরের ৪০ তম বর্ষের জন্মোৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

বর্ষশেষের দিনে গোবরডাঙা উদীচী'র ৩০ ঘন্টা ব্যাপী থিয়েটার কার্নিভাল

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল উদীচী তাঁদের সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে আসন্ন ইংরেজি বর্ষ শেষের দিন থেকে টানা ৩০ ঘন্টা থিয়েটার কার্নিভালের আয়োজন করেছে। ১৭ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার কর্নধার জয়দীপ বিশ্বাস জানান, নাট্যদল উদীচীর দীর্ঘ পথ চলার ২৫ বৎসরকে স্মরনীয় করে রাখতে আগামী ৩১ ডিসেম্বর অপরাহ্ন থেকে গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে টানা ৩০ ঘন্টা ব্যাপী সংগীত নাটক সহ নানা অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।

৩১ ডিসেম্বর অপরহ্নে উদ্বোধন অনুষ্ঠান গুরু প্রনাম এবং সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হবে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত থিয়েটার কার্নিভাল ২০২৩। পরিবেশিত হবে শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য সরোদ ও তবলার লহড়া। সারারাত ব্যাপী আয়োজিত নাট্যানুষ্ঠানে ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হবে। রয়েছে একখানি পূণাঙ্গ নাটক। আয়োজক উদিচী মঞ্চস্থ করবে জয়দীপ বিশ্বাস নির্দেশিত সাড়া জাগানো নাটক আদাব। সারা রাত ব্যাপী নাট্যনুষ্ঠান শেষে পরদিন ইংরেজি নববর্ষে ২০২৪ এর সকালে রয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। অপরাহ্নে নাট্য বিষয়ক সেমিনার ও সন্ধ্যায় বিশিষ্ট লোক সংগীত শিল্পী সাত্যকি ব্যানার্জীর একক সংগীতানুষ্ঠান। সংস্থার প্রান পুরুষ জয়দীপ বাবু জানান, নাটক, শাস্ত্রীয় সংগীত, যন্ত্র সংগীত, লোক সংগীত লোক নৃত্য, রায় বেঁশে এবং তবলা, সরোদ শ্রী খোল এবং সেই সঙ্গে অংকন সংস্কৃতির এই বিভিন্ন ধারাকে এক সুতোয় বাঁধার লক্ষ্যেই তাঁদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। জেলার মধ্যে এধরনের উদ্যোগ প্রথম বলে জয়দীপ বাবুর ধারনা।

উদীচী আয়োজিত ৮ম বর্ষের নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসবকে ঘিরে এলেকার সংস্কৃতি ও নাট্যপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিক্ষিত হচ্ছে।

চাঁদপাড়ার নিরমা নিটিং সেন্টারে কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বেকার যুবক যুবতী ও গৃহবধূদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গত ১৮ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া বাজার পার্শ্বস্থ আইরিশ ও নিরমা নিটিং সেন্টারের সভাগৃহে। নিরমা নিটিং সেন্টারের কর্নধার অভিজিৎ টিকাদারের ব্যবস্থাপনায় এদিনের আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামদ্যোগ সংস্থার আধিকারিক ও বিশিষ্ট লেখক রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ইডি আই আই এর অধিকারিক তন্ময় চক্রবর্তী, কর্মদ্যোগী পবিত্র সরকার, ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চাঁদপাড়া শাখার প্রবন্ধক অনুপম বিশ্বাস, কল্যানীর ইন্দ্রজিৎ কুমার সাউ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া বনগাঁ শাখার প্রতিনিধি সায়ন দাস, কানাডা ব্যাঙ্কের কালুপুর শাখার প্রবন্ধক অরাত্রিকা দত্ত ছিলেন আইরিশ হেল্থ সেন্টারের যোগ প্রশিক্ষক গোবিন্দ সরকার, আইরিশ এর অভিভাবক অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অনিল টিকাদার প্রমুখ।

নিরমা নিটিং সেন্টার এর প্রাণপুরুষ অভিজিৎ টিকাদার সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার কর্মীগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজন কর্তৃক মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন ও নিরমা নিটিং এর কর্মী ও আইরিশ সংস্থার যোগ প্রশিক্ষনার্থীগণের সমবেত কণ্ঠে গীতার স্তোত্র পাঠ ও কবি গুরুর আগুনের এই পরশ মনি ছোঁয়াও প্রানে সংগীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়।

চতুর্থ পাতায়...

জাতীয় নাট্য উৎসবে ঠাকুনগর প্রতিধ্বনির নাটক 'ফেলে আসা মেগাহার্টজ'

নীরেশ ভৌমিক ঃ জাতীয় নাট্য উৎসব উপলক্ষে সারা দেশের ১৭টি সেরা নাট্যদলকে নির্বাচিত করেছে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা। তার মধ্যে রয়েছে ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিধ্বনির সাম্প্রতিক "ফেলে আসা মেগাহার্টজ" নাটক টি নির্বাচিত হয়েছে নয়া দিল্লীর জাতীয় নাট্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিচারে। ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির নাটক ছাড়াও এরাজ্যের আর ৬ টি নাট্যদলের নাটক মনোনীত হয়েছে। তরুন নাট্য ভিনেতা ভাস্কর মুখার্জীর নির্দেশনায় প্রযোজিত ফেলে আসা মেগাহার্টজ নাটকাটি ইতি মধ্যেই এরাজ্যের নাট্যজগতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় মনোনীত বিভিন্ন রাষ্ট্রদলের নাটক গুলি ২৩ তম ভারত রঙ্গ মহোৎসব ২০২৪ এ এবং আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ হবে। ঠাকুরনগর প্রতিধ্বনির নতুন নাটকটি জাতীয়

এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মর্যাদা লাভ করায় যার পর নাই খুশি বৃহত্তর ঠাকুরনগর সহ জেলার নাট্যমোদী মানুষজন। সংস্থার প্রানপুরুষ সুশান্ত বিশ্বাস জানান, আগামী ফেব্রুয়ারিতে তারা কাশ্মীরের শ্রী নগরে নাটকটি পরিবেশন করতে যাবেন।

জমে উঠেছে ঠাকুরনগর বই মেলা

নৃত্যকাল আশ্রমের শিল্পীদের উদ্বোধনী নৃত্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের প্রশংসা করে। এদিন মঞ্চে থেকে পত্রিকা সম্পাদক ও শিক্ষক দীপক মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত বইমেলা ও প্রদর্শনী সমিতির বাৎসরিক মুখপত্র বর্ণমালিকার অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন উদ্বোধক ড. অসীম বালা ও ড. সত্য সাধন মুখো পাধ্যায়। মেলায় কলকাতা নামী প্রকাশকদের স্টল ছাড়াও রয়েছে কবি বিনয় মজুমদার নামাঙ্কিত লিটল ম্যাগাজিন এর স্টল। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রাচীন মূর্তি মেলায় আগত মানুষজনের নজর কাড়ে। প্রতিদিন অপরাহ্নে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনা সভা ও সন্ধ্যা থেকে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মেলা প্রাঙ্গনে বইয়ের স্টল ছাড়াও বেশ কিছু মনোহারী ও খাবারের স্টলে মানুষজনের যথেষ্ট ভিড় দেখা যায়।

২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বই মেলার মঞ্চে বনগ্রাম মহকুমা আইনি সহায়তা কমিটির সদস্যগণ 'শিশু সুরক্ষা অধিকার ও নারীর কর্তব্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নেন। বইমেলা কমিটির সহ সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ ঘোষের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সেমিনার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্না মণ্ডল ও সহ শিল্পীগনের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। শিশুদের বিভিন্ন অধিকার এবং সেই সঙ্গে শিশু নিগ্রহ, শিশু শ্রম, শিশুদের শিক্ষা, যৌন নিগ্রহ শিশুর স্বাস্থ্য এবং মা এর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন বনগ্রাম মহকুমা আদালতের সিভিল জজ আলফাস ফিরদৌস, মহকুমা আইনি সহায়তা কমিটির সচিব অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী, আইনজীবী শ্যামল বিশ্বাস, পাবলিক প্রসিকিউটর সংযুক্ত সেন, চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি শুভঙ্কর সরকার, প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী পিযূশ কান্তি সাহা প্রমুখ বক্তাগন সকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শিশুদের স্বার্থরক্ষায় সকলকে সচেতন হবার আহ্বান জানান। মেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপক মিত্র ও কমিটির অন্যতম সদস্য শিক্ষক গোবিন্দ দত্ত জানান, আগামী ২৪ ডিসেম্বর বই মেলার শেষে দিন মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত হবে কবি সম্মেলন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেবেন।

জয়ী মিলন চক্র ক্লাব

প্রথম পাতার পর

বিডিও কার্তিক রায়, চাঁদপাড়া প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান বৈশাখী বর, ফুটবল প্রেমী সুভাষ রায়, শ্যামল বিশ্বাস, অসীত বর, মনিমালা বিশ্বাস প্রমুখ। স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশানের সম্পাদক মণিভূষণ দাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে অংশ গ্রহন করেন চাঁদপাড়ার মিলন চক্র ক্লাব ও সিন্হা স্পোর্টস। উভয় দলের খেলোয়াড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ফুটবলে কিক্ অফ করে টুর্নামেন্টের সূচনা করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির ক্রীড়া ও সংস্কৃতিপ্রেমী সভাপতি ইলা বাক্চি। মিলন চক্র ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্হা স্পোর্টসকে ৫-২ গোলে পরাস্ত করে এদিনের ম্যাচে জয়লাভ করে। রেফারি বাসুদেব পাল, বাপ্পা মণ্ডল, মৃন্ময় মণ্ডল সুষ্ঠু ভাবে এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচ পরিচালনা করেন। এলেকার ফুটবল প্রেমী মানুষজন এদিনের খেলা বেশ উপভোগ করেন।

চলছে গরু পাচার

প্রথম পাতার পর

দীর্ঘ পথে কাঁটাতার নেই। বিস্তীর্ণ সীমান্তে পাহারা দেওয়াটাও কঠিন কাজ। তার মধ্য দিয়েও জওয়ানরা গরু পাচার সহ বিভিন্ন পাচারের কাজ কড়া হাতে দমন করছে। বিএসএফের এক কর্তা বলেন, 'ইতিমধ্যে আমরা প্রায় ১০০ টি গরু আটক করেছি। নিয়মিত চোরাচালানকারিদের ধরা হয়। মাল আটক করা হয় এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদেরও ধরা হয়।

গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, সীমান্তে গরু তো উড়ে আসেনা। বিভিন্ন এলাকা থেকে পাচারকারীরা গরু হাটিয়ে নিয়ে আসছে। রাতে পুলিশের নজরদারি থাকে না, টহল থাকে না। পুলিশ সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করলে সীমান্তে আসার আগেই গরু আটক করা সম্ভব হত। পুলিশের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এমনকি একাংশ পুলিশের সঙ্গে পাচারকারীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও শোনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মুখে।

যদিও পুলিশ জানিয়েছে, গরু পাচার সহ যেকোনো চোরাচালানের বিরুদ্ধে নিয়মিত ধরপাকড় চালানো হয়।গ্রামবাসীর পাল্টা প্রশ্ন, ধরপাকড় যদি চলে তাহলে এত পাচার কেন? এই পাচার নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, ' তৃণমূল নেতাদের মদতে সীমান্তে গরু পাচার হচ্ছে, চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে কারনে পুলিশ এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়। যদিও বাগদার বিধায়ক তথা তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'কেন্দ্রের সদিচ্ছার অভাবেই সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার চলছে। সীমান্তের নিরাপত্তায় থাকে বিএসএফ। তবে গরু পাচার বন্ধ করতে পুলিশের সঙ্গেও আমি কথা বলব। তবে গ্রামবাসীরা চাইছেন দ্রুত গরু পাচার বন্ধ হোক। তারা সর্বস্বান্ত হতে বসেছেন। আর যেন তাদের আর্থিক ক্ষতি না হয়।

উদ্বোধনী ম্যাচে ৭৮ রানে জয়ী বিষ্ণুপুর

অঙ্কন মণ্ডল ঃ গত ১৭ ডিসেম্বর নকফুল ঐক্য সম্মেলনী ময়দানে শুরু হল নকফুল ক্রিকেট লিগ। ১৫টি দলীয় লিগ পর্যায়ের এই খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল চন্দ্র মাঝি, প্রাক্তণ উপ-প্রধান তথা আইনজীবী জয়দেব হালদার প্রমুখ।

প্রথমদিনের খেলায় অংশ গ্রহণ করে বলরামপুর একাদশ ও বিষ্ণুপুর একাদশ। বলরামপুর একাদশ প্রথমে টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট হাতে প্রথম নির্ধারিত ১৬ ওভারে বিষ্ণুপুর মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান তোলে। জবাবে

ব্যাট করতে নেমে বলরামপুর একাদশ ১৫.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭৬ রান তোলে। ম্যাচের সেরা হন ১০২ রানে অপরাজিত বিষ্ণুপুরের নারায়াণ মণ্ডল।

মিলনীর উৎসব মাতালো সৃজন নৃত্যগোষ্ঠী

সঞ্জিত সাহা ঃ মছলন্দপুর ভূদেবস্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় পার্শ্বস্থ ময়দানে গত ৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে স্থানীয় মিলনী ক্লাব পরিচালিত মছলন্দপুর লোক উৎসব মেলা। প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে উৎসব প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য নাটক সহ নানা অনুষ্ঠান। ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দর্শক পূর্ণ অনুষ্ঠান অঙ্গনে মছলন্দপুরের সৃজন নাট্য গোষ্ঠীর ছোট বড় নৃত্য শিল্পীদের নানান বেশে নানা ধরনের নৃত্যানুষ্ঠান সমবেত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে।

নৃত্যশিক্ষিকা রনিতা ম্যাডামের নির্দেশনায় পরিবেশিত নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যশৈলী সকলের প্রশংসালাভ করে। প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে অগনিত সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

ইসলামী জলসায় রক্ত দিলেন ৭০জন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রক্তের কোন বিকল্প নেই, মানুষের প্রয়োজনে মানুষকেই রক্ত দিতে হয়। এই আদর্শকে সামনে রেখে এক স্বেচ্ছা

রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ইসলামী জলসা কমিটি। গত ২১ ডিসেম্বর মহান ইসলামী জলসা উপলক্ষ্যে সুটিয়া অঞ্চলের মাধবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ৭০জন গ্রামবাসী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

উদ্যোক্তা ও রক্তাদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে শিবিরে আসেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক কালিপদ সরকারসহ বহু বিশিষ্টজন। রক্ত সংগ্রহ করেন বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ গোপাল পোদ্দারসহ স্বাস্থ্য কর্মীগণ। শীতের দিনের রক্তের সংকট কাটাতে উদ্যোক্তাদের এই মহতী উদ্যোগকে এলেকাবাসীর অনেকেই সাধুবাদ জানান।

কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে আলোচনা সভা

তৃতীয় পাতার পর...

শুরুতেই ই ডি আই আই এর আধিকারিক তন্ময় চক্রবর্তী বলেন, বর্তমানের এই বেকার সমস্যার যুগে স্বনির্ভর হতে গেলে ব্যবসা করেই দাঁড়াতে হবে। সুবক্তা তন্ময় বাবু ব্যবসা করতে গেলে প্রথমে কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে, তা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন।

উপস্থিত ব্যাঙ্ক আধিকারিকগণ ব্যবসা করার জন্য লোন পেতে গেলে কি কি করনীয় তা বিশদে ব্যক্ত করেন। নিরমা সংস্থার কর্নধার কর্মদ্যোগী অভিজিৎ টিকাদার বলেন, ব্যাঙ্ক থেকে ঋন গ্রহন করলে যথা সময়ে পরিশোধ করতে হবে। তবেই পুনরায় ঋন পাওয়া যাবে।

এদিন উপস্থিত বিশিষ্টজনদের অনেকেই এই মিটিং সেন্টারের স্রষ্টা অকাল প্রয়াতা ভারতী বিশ্বাস টিকাদার এর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরন করেন এবং সেই সঙ্গে ভারতী দেবীর অবর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর সুযোগ্য পুত্র অভিজিৎ ও কন্যা পাপড়ির প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এই সংস্থায় কাজ করে জীবীকা নির্বাহ করছেন বহু মানুষ। প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান প্রকল্পে যোগ দিয়ে এবং ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হওয়া অপর্না চৌধুরী, চায়না ঘোষ, লক্ষী মণ্ডল তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন।

এদিনের সভায় উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়া জেলা থেকে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হবার লক্ষ্যে বহু মানুষ উপস্থিত হন, তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। খাদি সংস্থার পক্ষ থেকে আধিকারিক পবিত্র সরকার সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

উদ্যোক্তারা সভায় উপস্থিত সাংবাদিকগণকেও স্বাগত জানান এবং বরন করে নেন। আইরিশ যোগা সেন্টারের অন্যতম কর্নধার ও শিক্ষক প্রদীপ বিশ্বাসের সুচারু সঞ্চালনায় এদিনের আলোচনা সভা সার্থকতা লাভ করে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— Mob. : 9733087626

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**